আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসায়
Import and Export Business

১১

পৃথিবীর কোনো দেশই সর্বপ্রকার দ্রব্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে একেক দেশ একেক ধরনের বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়। কিন্তু মানুষের প্রয়োজন তো আর থেমে থাকে না। বাঁধভাঙ্গা স্রোতের মত প্রয়োজনের গতি হয় সদা চঞ্চল। প্রয়োজন মেটাবার তাগিদে প্রত্যেক দেশ তার নিজস্ব সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ পণ্য উৎপাদনে বিশেষায়িত হবার চেষ্টা করে। প্রতিটি দেশই উৎপাদিত পণ্যের উদ্বৃত্ত অংশ যে দেশে উক্ত পণ্যের ঘাটতি রয়েছে সে দেশে বিক্রয় করে এবং সে দেশ থেকে তাদের উদ্বৃত্ত পণ্য নিজেদের প্রয়োজন মাফিক ক্রয় করে। এভাবে পণ্যসামগ্রী উৎপাদনে পৃথিবীর প্রত্যেক দেশই অন্য দেশের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এ ধরনের পারস্পরিক নির্ভরতা থেকেই উৎপত্তি হয়েছে আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায়ের। এ ইউনিটে আমদানি-রপ্তানি সম্পর্কে আমরা বিষয়াবলি নিয়ে আলোচনা করবো।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০২ সপ্তাহ

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ১১.১: পরিচিতিমূলক আলোচনা
পাঠ - ১১.২: আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায়ের দলিলপত্র

পাঠ ১১.১ পরিচিতিমূলক আলোচনা
Introductory Discussion

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আমদানি বলতে কী বোঝায় বলতে পারবেন।
- পণ্য আমদানি পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- রপ্তানি বলতে কী বোঝায় বলতে পারবেন ।
- পণ্য রপ্তানি পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পুনঃরপ্তানি কী জানতে পারবেন।
- পুনঃরপ্তানি ব্যবসায় সংঘটিত হবার কারণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- আমদানি-রপ্তানিতে ব্যবহৃত প্রাসঙ্গিক শব্দাবলিগুলো বলতে পারবেন।

পৃথিবীর সবগুলো দেশ প্রাকৃতিক দিক থেকে এক রকম নয়। জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে একেক দেশে একেক প্রকারের হতে পারে। যার ফলে সব দেশে সব রকমের পণ্য উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। কিন্তু মানুষের প্রয়োজন তো আর সেজন্য স্তিমিত হয়ে থাকে না - বাঁধভাঙা স্রোতের মতো প্রয়োজনের গতি থাকে সদা-চঞ্চল। তাই প্রয়োজন মেটানোর তাগিদে প্রত্যেক দেশ তার নিজস্ব সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ পণ্য উৎপাদনে বিশেষায়িত হওয়ার চেষ্টা করে। যে পণ্য যে দেশ উৎপন্ন করতে অপারগ সেটা সে অন্য দেশ থেকে সংগ্রহ করে। পণ্য উৎপাদনে এরূপ বিশেষায়নের ফলে পৃথিবীর প্রত্যেক দেশ একে অপরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এ ধরনের পারস্পরিক নির্ভরতা থেকে উৎপত্তি হয় বৈদেশিক বাণিজ্যের। এ বৈদেশিক বাণিজ্যের দুটি প্রধান অঙ্গ আমদানি-রপ্তানি। এ পাঠে আমরা আমদানি এবং রপ্তানি সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু আলোচনা করবো।

আমদানির সংজ্ঞা
Definition of import

কোনো দেশ ভিন্ন কোনো দেশ থেকে পণ্যসামগ্রী ক্রয় করলে তাকে আমদানি বলে। আমদানি ব্যবসায়ে দুটি দেশ জড়িত থাকে। যে দেশ পণ্যসামগ্রী ক্রয় করে তাকে আমদানিকারক দেশ বলে। আর পণ্যসামগ্রী বিক্রয়কারী দেশকে রপ্তানিকারক দেশ বলে।

বর্তমান পৃথিবীতে কোনো দেশই প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারেনি। আর তাই একদেশ অন্যদেশ থেকে প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী ক্রয় বা সংগ্রহ করে থাকে। পণ্য ক্রেতাকে দেশীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কিছু নিয়মকানুন পালন করতে হয়। এসব নিয়মনীতি অনুসরণের মাধ্যমে বিদেশ থেকে পণ্যদ্রব্য ও সেবাসামগ্রী ক্রয় কার্যকেই আমদানি বলে। নিম্নে এর তিনটি উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা প্রদত্ত হলো:

- **ডেভিড জে. র‍্যাকম্যান** (David J. Rackman) ও তাঁর সহযোগীদের ভাষায়, "বিদেশ থেকে পণ্যদ্রব্য বা সেবা ক্রয় করে কারো নিজ দেশে আনাকে আমদানি বলে।" [Importing is purchasing goods or services from another country and bringing them into one's own country.]
- **স্কিনার ও ইভানসেভিচ** (Skinner and Evancevich)-এর মতে, "বিদেশে তৈরি কোনো দ্রব্য নিজ দেশে ক্রয় করে আনাকে আমদানি বলে।" [Importing is purchasing goods made in another country.]

- **ওয়াই.পি.সিং এবং এম.সাইদ** (Y.P. Singh and M. Saeed) বলেন, "বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে অন্য দেশ হতে পণ্য বা সেবা ক্রয় করে আনাই হলো আমদানি।" [Import means goods or services purchased from other countries involving the use of foreign exchange.]

পরিশেষে বলা যায়, কোনো দেশের চাহিদা পূরণের নিমিত্তে নির্ধারিত নিয়মনীতি অনুসরণ করে অন্য কোনো দেশ থেকে প্রয়োজনীয় পণ্য ও সেবাসামগ্রী বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে সংগ্রহ করা হলে এ প্রক্রিয়াকে আমদানি বলে।

বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি পদ্ধতি বা প্রণালি

Methods or procedures of importing goods from foreign countries

বাংলাদেশে পণ্য আমদানির পদ্ধতি

কোনো দেশ নিজস্ব প্রয়োজনে অন্য কোনো দেশ থেকে পণ্যসামগ্রী ক্রয় করলে তাকে আমদানি বলে। বিদেশ থেকে পণ্যসামগ্রী আমদানি করতে হলে কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়। বিদেশ থেকে বাংলাদেশে পণ্য আমদানি করতে হলে যেসকল নিয়ম-পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে থাকে তা ধারাবাহিকভাবে নিম্নে আলোচনা করা হলো:

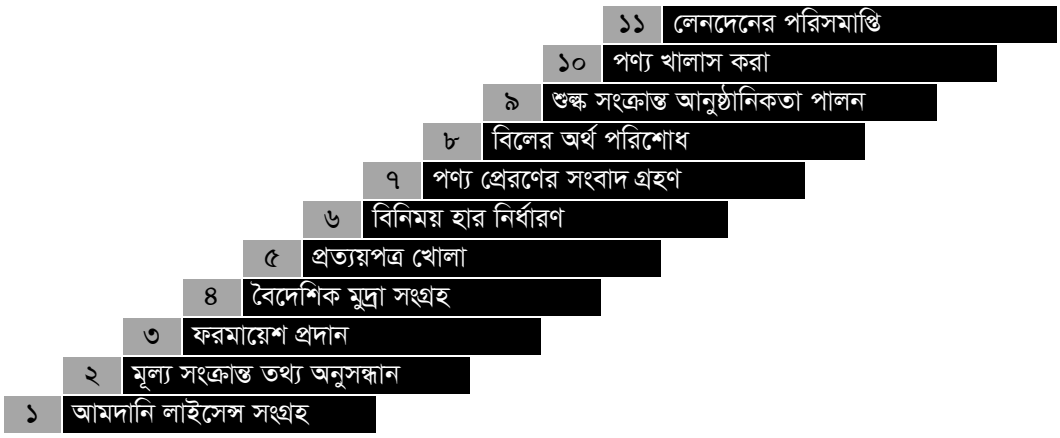

১. **আমদানি লাইসেন্স সংগ্রহ (Procurement import licence):** বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি করতে হলে প্রথমে সরকারের নিকট থেকে আমদানি লাইসেন্স গ্রহণ করতে হয়। এজন্য প্রয়োজনীয় ফিসহ একটি আবেদনপত্র আমদানি-রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের অফিসে জমা দিতে হয়। যথোপযুক্ত পরীক্ষানিরীক্ষার পর আমদানি-রপ্তানি নিয়ন্ত্রক লাইসেন্স ইস্যু করেন।

২. **মূল্য সংক্রান্ত তথ্য অনুসন্ধান (Trade enquiry):** আমদানি অনুমতিপত্র সংগ্রহ করার পর পণ্যের সাধারণ বর্ণনা, এর মান, মূল্য, পণ্য প্রদান ও মূল্য পরিশোধ সংক্রান্ত তথ্য জানার প্রয়োজন হয়। পণ্য প্রেরণকারীর কাছ থেকে সঠিক তথ্য জেনে নিয়ে পণ্য ক্রয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

৩. **ফরমায়েশ প্রদান (Placing order):** এ পর্যায়ে আমদানিকারক বিদেশি বিক্রেতার (রপ্তানিকারকের) নিকট পণ্যের ফরমায়েশ প্রদান করে। এই ফরমায়েশকে ইনডেন্ট বলা হয়। এরূপ ফরমায়েশ সরাসরি কিংবা ইনডেন্ট ফার্মের মাধ্যমে বিক্রেতার নিকট উপস্থাপন করা হয়।

৪. **বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ (Collecting foreign currency):** বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি করা হলে পণ্যের মূল্য বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধ করতে হয়। তাই প্রথমেই আমদানিকারককে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য তাকে নির্ধারিত ফরমে নির্ধারিত ব্যাংকের নিকট আবেদন করে বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. **প্রত্যয়পত্র খোলা (Opening letter of credit):** বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহের পর আমদানিকারককে রপ্তানিকারকের অনুকূলে একটি প্রত্যয়পত্র খোলার জন্য স্থানীয় কোনো ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করতে হয়।

ব্যাংক বিধি অনুযায়ী একটি প্রত্যয়পত্র খোলে। আমদানিকারক এই প্রত্যয়পত্র রপ্তানিকারক বা রপ্তানিকারকের নির্দেশ অনুযায়ী রপ্তানিকারকের ব্যাংকের নিকট পাঠিয়ে দেয়।

৬. **বিনিময় হার নির্ধারণ (Fixation of rate of exchange):** আমদানিকারক এ পর্যায়ে মূল্য পরিশোধের সুবিধার্থে ব্যাংকের সাথে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার নির্ধারণ করেন। বৈদেশিক মুদ্রার মূল্যমানের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে বিধায় লেনদেনের জটিলতা যাতে না হয় সেজন্যই মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ করে ব্যাংকের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হতে হয় এবং রপ্তানিকারককে তা জানাতে হয়।

৭. **পণ্য প্রেরণের সংবাদ গ্রহণ *(Receiving advices of shipment)*:** আমদানিকারক প্রত্যয়পত্র প্রেরণের পর রপ্তানিকারকের কাছ থেকে পণ্য প্রেরণের সংবাদ প্রাপ্তির অপেক্ষায় থাকেন। রপ্তানিকারক প্রত্যয়পত্র পেয়ে পণ্য সংগ্রহ, জাহাজ ভাড়া চুক্তি সম্পাদন, শুল্ক সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিকতা পালন, পণ্য বিমাকরণ, জাহাজে পণ্য বোঝাইকরণ ইত্যাদি কার্যাবলি সম্পাদন করেন এবং আমদানিকারককে তা জানিয়ে দেন।

৮. **বিলের অর্থ পরিশোধ (Payment of bill):** এ পর্যায়ে রপ্তানিকারকের ব্যাংক বা তার এজেন্টের নিকট থেকে আমদানিকারক প্রয়োজনীয় দলিলপত্র পেয়ে থাকেন। বিলের টাকা পরিশোধ করে অথবা চুক্তি অনুযায়ী বিলে স্বীকৃতি দিয়ে আমদানিকারক দলিলপত্র গ্রহণ করেন।

৯. **শুল্ক সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিকতা পালন (Completing tariff formalities):** পণ্যবাহী জাহাজ দেশীয় বন্দরে পৌঁছলে পণ্য খালাসের পূর্বে আমদানিকারককে শুল্ক সংক্রান্ত কিছু আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয়। সে লক্ষ্যে আমদানিকৃত পণ্যের বিবরণসহ দুকপি আগামপত্র তৈরি করতে হয় এবং আমদানিকারককে সকল জাহাজি দলিলসহ তা শুল্ক বিভাগে জমা দিতে হয়। পরীক্ষানিরীক্ষার পর প্রয়োজনীয় শুল্ক (ধার্য হলে) পরিশোধ শেষে শুল্ক বিভাগ কাস্টমস পাস ইস্যু করে।

১০. **পণ্য খালাস করা (Delivery of goods):** এ পর্যায়ে আমদানিকারক বা তার প্রতিনিধি জেটি চালান ফরম পূরণ করে এবং জেটি ও অন্যান্য মাশুলসমেত উক্ত ফরম কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিয়ে জেটি চালানপত্র সংগ্রহ করে। এরপর জাহাজি দলিলসমূহ, শুল্ক বিভাগীয় পাস, জেটি চালান ইত্যাদি জাহাজ কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিয়ে পণ্য খালাস আদেশ এবং গেট পাস সংগ্রহ করতে হয়। উল্লেখ্য যে, রপ্তানিকারক জাহাজ ভাড়া প্রদান না করলে পণ্য খালাসের পূর্বেই আমদানিকারককে জাহাজ ভাড়া প্রদান করতে হবে।

১১. **লেনদেনের পরিসমাপ্তি (Closing transaction):** পণ্যসামগ্রী যদি আমদানিকারক সন্তোষজনকভাবে বুঝে পান তাহলে সেখানেই লেনদেনের পরিসমাপ্তি ঘটে। তবে প্রেরিত পণ্য বা অন্য কোন বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দিলে তা উভয় পক্ষ পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে বা স্থানীয় বণিক সমিতির মাধ্যমে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করে।

বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় সকল দেশই উল্লিখিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি করে থাকে।

রপ্তানির সংজ্ঞা

Definition of export

কোনো দেশ অন্য কোনো দেশে পণ্যসামগ্রী বিক্রয় করলে বিক্রয় কার্যকে রপ্তানি বলা হয়। অর্থাৎ যখন একটি দেশ অন্য একটি দেশে পণ্য বা সেবাসামগ্রী বিক্রয় করে তখন এরূপ বিক্রয়কার্য রপ্তানি হিসেবে পরিচিত। দুটি দেশের মধ্যে সংঘটিত এ লেনদেনে উদ্বৃত্ত অঞ্চল হতে ঘাটতি অঞ্চলে পণ্যদ্রব্যাদি প্রেরণ করা হয়।

কোনো দেশই নিজেদের প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। এ কারণে দুটি দেশের মধ্যে পণ্যদ্রব্যের আদানপ্রদান কার্য সম্পাদিত হয়। যখন কোনো দেশ তাদের উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বা উদ্বৃত্ত পণ্যদ্রব্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক নিয়মনীতি অনুসরণ করে অন্য দেশে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে তখন তাকে রপ্তানি বলে। যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এ রপ্তানিকার্যে জড়িত থাকে তাকে রপ্তানিকারক বলা হয়। নিম্নে রপ্তানির কয়েকটি সংজ্ঞা উদ্ধৃত করা হলো:

- **ডেভিড জে. র‍্যাকম্যান** (David J. Rackman) ও তাঁর সহযোগীদের মতানুযায়ী, "রপ্তানি হলো অন্য কোনো দেশে পণ্যদ্রব্য বা সেবা বিক্রয় ও জাহাজিকরণ" [Exporting is selling and shipping goods or services to another country.]

- **স্কিনার ও ইভানসেভিচ** (Skinner and Evancevich)-এর মতে, "রপ্তানি হলো দেশে তৈরি পণ্য অন্য কোনো দেশে বিক্রয় করা।" [Exporting is selling domestic made goods in another country.]
- **পি.এইচ.কলিন** (P.H. Collin) বলেন, "বিক্রয়ের উদ্দেশ্য নিয়ে বিদেশে পণ্য প্রেরণই হলো রপ্তানি।" [Export means goods sent to a foreign country to be sold.]

সুতরাং, প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পালন সাপেক্ষে যখন এক দেশের উদ্বৃত্ত পণ্য ও সেবাসামগ্রী অন্য কোনো দেশে বিক্রয় করা হয় তখন তাকে রপ্তানি বলে। রপ্তানির মাধ্যমে এক দেশ যেমন প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিদেশ থেকে সংগ্রহ করে দেশীয় চাহিদা পূরণ করতে পারে, তেমনি অন্য দেশ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে দ্রুত সমৃদ্ধি আনয়ন করতে সক্ষম হয়।

বিদেশে পণ্য রপ্তানি পদ্ধতি বা প্রণালি

Methods or procedures of exporting goods to foreign country

বাংলাদেশ থেকে বিদেশে পণ্য রপ্তানি পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া

কোনো দেশ অন্য কোনো দেশ তাদের উদ্বৃত্ত পণ্যসামগ্রী বিক্রয় করলে তাকে রপ্তানি বলে। রপ্তানি বাণিজ্যে দুটি ভিন্ন দেশ জড়িত থাকে বিধায় এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কতগুলো নিয়ম পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। বাংলাদেশ থেকে বিদেশে পণ্য রপ্তানি করার ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে থাকে। নিম্নে পণ্য রপ্তানি প্রক্রিয়া বা পদক্ষেপসমূহ ধারাবাহিকভাবে আলোচিত হলো:

১৫	লেনদেনের পরিসমাপ্তি
১৪	মূল্য প্রাপ্তি
১৩	আমদানিকারকের নিকট সংবাদ প্রেরণ
১২	রপ্তানি সংক্রান্ত দলিলপত্র তৈরি
১১	বহনপত্র সংগ্রহ
১০	জাহাজ অধ্যক্ষের রসিদ
৯	জাহাজে পণ্য প্রেরণ
৮	পণ্যের বিমাকরণ
৭	পণ্য সংগ্রহ
৬	জাহাজ ভাড়াকরণ বা নৌ-ভাটক
৫	বিনিময় হার নির্ধারণ
৪	প্রত্যয়পত্র খোলা
৩	রপ্তানি লাইসেন্স বা অনুমতিপত্র সংগ্রহ
২	ফরমায়েশ গ্রহণ বা স্বীকৃতি
১	ফরমায়েশ প্রাপ্তি

১. **ফরমায়েশ প্রাপ্তি (Receiving order):** রপ্তানি বাণিজ্যের প্রথম পদক্ষে হলো বিদেশি ক্রেতার নিকট হতে ফরমায়েশ গ্রহণ করা। এরূপ ফরমায়েশ দুপ্রকার হতে পারে– অবাধ ফরমায়েশ এবং নির্দিষ্ট ফরমায়েশ। অবাধ ফরমায়েশের ক্ষেত্রে প্রেরিতব্য পণ্যের মূল্য ও অন্যান্য বিবরণ সম্পর্কিত কোন শর্ত নির্দিষ্ট করে দেয়া হয় না। কিন্তু নির্দিষ্ট ফরমায়েশের বেলায় সবরকমের শর্ত নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়।

২. **ফরমায়েশ গ্রহণ (Acceptance of order):** বিদেশি ক্রেতা বা আমদানিকারকের কাছ থেকে ফরমায়েশ পাবার পর বিশ্লেষণপূর্বক তা যদি রপ্তানিকারকের গ্রহণযোগ্য মনে হয় তবে রপ্তানিকারক সে ফরমায়েশ গ্রহণ করে আমদানিকারককে একটি স্বীকৃতিপত্র প্রেরণ করে।

৩. **রপ্তানি লাইসেন্স বা অনুমতিপত্র সংগ্রহ (Collecting export licence):** আমদানি-রপ্তানি আইন অনুযায়ী রপ্তানিকারককে 'আমদানি-রপ্তানি নিয়ন্ত্রক'-এর নিকট থেকে রপ্তানি লাইসেন্স সংগ্রহ করতে হয়।

৪. **প্রত্যয়পত্র খোলা (Opening letter of credit):** ফরমায়েশ পাওয়ার পর পরই রপ্তানিকারক বিদেশি ক্রেতাকে প্রত্যয়পত্র ***(L/C)*** খোলার অনুরোধ জানান। প্রত্যয়পত্র বলতে রপ্তানি মূল্য প্রদানের ক্ষেত্রে ক্রেতার ব্যাংক কর্তৃক অঙ্গীকারকে বোঝায়। রপ্তানিকারক পণ্য পাঠাবার পূর্বেই পণ্যের মূল্য আদায় সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্য এ প্রত্যয়পত্র বা ব্যাংকের নিশ্চয়তাপত্র দাবি করে।

৫. **বিনিময় হার নির্ধারণ (Fixation of exchange rate):** পণ্য রপ্তানির পরবর্তী পদক্ষেপ হলো বিনিময় হার নির্ধারণ করা অর্থাৎ আমদানিকারী দেশের মুদ্রা কী হারে রপ্তানিকারী দেশের মুদ্রায় বিনিময় করা হবে তা ঠিক করা। বিনিময় হারের উঠানামার দরুন রপ্তানিকারক যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য বিনিময় হার নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

৬. **জাহাজ ভাড়াকরণ বা নৌ-ভাটক (Charter party):** প্রত্যয়পত্র পাওয়ার পর রপ্তানিকারককে পণ্য প্রেরণের জন্য জাহাজ কর্তৃপক্ষের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হতে হয়। পণ্যের পরিমাণ যথেষ্ট পরিমাণে হলে পুরো জাহাজই ভাড়া করা যেতে পারে। আর যদি পণ্যের পরিমাণ কম হয়, তবে আংশিক জাহাজ ভাড়া করাই শ্রেয়।

৭. **পণ্য সংগ্রহ (Collection of goods):** রপ্তানিকারক যদি নিজেই পণ্যের প্রস্তুতকারক হয় তাহলে পণ্য সংগ্রহের প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু তিনি যদি পণ্য প্রস্তুতকার্যে লিপ্ত না থাকেন তাহলে তাকে এ পর্যায়ে চুক্তি মোতাবেক প্রয়োজনীয় পরিমাণ পণ্য সংগ্রহ করতে হয়।

৮. **পণ্যের বিমাকরণ (Insuring of goods):** জাহাজে পণ্য প্রেরণকালে সামুদ্রিক ঝড়, অগ্নিকাণ্ড, নৌ-ডাকাতি ইত্যাদি কারণে উদ্ভুত ঝুঁকি থেকে আত্মরক্ষার জন্য রপ্তানিকারক পণ্যের বিমা করে থাকেন। বিমাপত্র পাওয়ার পর রপ্তানিকারক এটা আমদানিকারকের নিকট পাঠিয়ে দেন।

৯. **জাহাজে পণ্য প্রেরণ (Shipment of goods):** পণ্য সংগ্রহ করার পর তা ভালোমত প্যাকিং করে জাহাজে তোলার জন্য বন্দরে পাঠান হয়। তবে রপ্তানিকৃত পণ্য শুল্কযুক্ত হলে প্রয়োজনীয় শুল্ক পরিশোধ ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা পালন শেষে কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে হয়।

১০. **জাহাজ অধ্যক্ষের রসিদ (Mate's receipt):** জাহাজে মাল ওঠানোর আদেশনামা ও রপ্তানি-পাস দেখানোর পর পণ্যসামগ্রী জাহাজে ওঠানোর অনুমতি দেওয়া হয়। এ পর্যায়ে জাহাজে পণ্য ওঠানোর পর জাহাজের অধ্যক্ষ একটি প্রাপ্তি স্বীকারপত্র ইস্যু করেন যা 'জাহাজ অধ্যক্ষের রসিদ' বা *Mate's Receipt* নামে পরিচিত।

১১. **বহনপত্র সংগ্রহ (Procuring bill of lading):** অধ্যক্ষের রসিদ পাওয়ার পর রপ্তানিকারক জাহাজ কোম্পানির নিকট এই রসিদের বিনিময়ে বহনপত্র বা বিল অব ল্যাডিং সংগ্রহ করে। বহনপত্র পণ্য পরিবহনের চুক্তি। যদি জাহাজ ভাড়া আমদানিকারক কর্তৃক প্রদেয় হয় তাহলে বহনপত্রে *Freight Receipt* কথাটি লিখে দেওয়া হয়।

১২. **রপ্তানি সংক্রান্ত দলিলপত্র তৈরি (Preparing export documents):** জাহাজে পণ্য উত্তোলন কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর রপ্তানিকারককে নিম্নোক্ত দলিলপত্রগুলো তৈরি করতে হয়–

ক. বিনিময় বিল;
খ. চালান বা ইনভয়েস;
গ.বাণিজ্য দূত প্রত্যায়িত চালান;
ঘ. প্রভবলেখ;
ঙ. সম্মিলিত পরিবহন দলিল।

প্রস্তুতকৃত দলিলগুলো ব্যাংকের মাধ্যমে আমদানিকারকের নিকট প্রেরণ করা হয় এবং এগুলো প্রদর্শনপূর্বক আমদানিকারক জাহাজ কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে মাল খালাস করে থাকে।

১৩. **আমদানিকারকের নিকট সংবাদ প্রেরণ (Sending message to importer):** এ পর্যায়ে রপ্তানিকারক জাহাজ ছাড়ার তারিখ, যাত্রাপথ, জাহাজ পৌঁছার সম্ভাব্য তারিখ ইত্যাদি জানিয়ে আমদানিকারকের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে এবং এর সাথে এক কপি চালানি রসিদও প্রেরণ করে।

১৪. **মূল্য প্রাপ্তি (Receiving payment):** রপ্তানি সংক্রান্ত বিবরণ আমদানিকারকের নিকট প্রেরণের পর রপ্তানিকারক পণ্যের মূল্য আদায়ের জন্য প্রত্যয়পত্র প্রদানকারী ব্যাংকের নিকট দলিলপত্র পাঠিয়ে দেয়। উক্ত ব্যাংক সেগুলো পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হলে রপ্তানিকারককে প্রাপ্য অর্থ প্রদান করে।

১৫. **লেনদেনের পরিসমাপ্তি (Closing of transaction):** ক্রেতা (বা আমদানিকারক) ঠিকমত পণ্য বুঝে পেয়েছে এ মর্মে রপ্তানিকারকের নিকট একটি রিপোর্ট প্রেরণের পর রপ্তানি সংক্রান্ত লেনদেনের পরিসমাপ্তি ঘটে। আর যদি পণ্য সম্পর্কিত কোনো বিরোধ দেখা দেয় তাহলে চিঠিপত্রের মাধ্যমে কিংবা সংশ্লিষ্ট দেশের বণিক সমিতির মাধ্যমে এরূপ বিরোধ মীমাংসা করা হয়ে থাকে।

পুনঃরপ্তানি কী এবং পুনঃরপ্তানি ব্যবসায় সংঘটিত হবার কারণ

What is re-export and why re-export trade occurs

পণ্যসামগ্রী বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করার পর তা অন্য কোনো দেশে রপ্তানি করা হলে তাকে পুনঃরপ্তানি বলে। অর্থাৎ পণ্যদ্রব্য বিদেশ থেকে ক্রয় করে তা আবার অন্য দেশে বিক্রয় করলে তাকে পুনঃরপ্তানি বলা হয়।

ভৌগোলিক অবস্থান, ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ূ ইত্যাদি কারণে বিশ্বের কোনো কোনো দেশ পণ্য উৎপাদনে বিশেষায়িত। এসব দেশের পণ্যদ্রব্যের বাজারজাতকরণ কার্যক্রমের সুবিধার্থে কিংবা এক দেশের সাথে আরেক দেশের যুদ্ধাবস্থা বিরাজ, রাজনৈতিক কারণ, কূটনৈতিক সম্পর্কহীনতাসহ নানাবিধ কারণে সরাসরি আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধ থাকা হেতু এ পুনঃরপ্তানি ব্যবসায় কোনো কোনো দেশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। উদাহরণ হিসেবে ইউরোপের কোনো দেশ বাংলাদেশ থেকে চা আমদানি করে নতুনভাবে মোড়কীকরণ করে তা ইউরোপের অন্যান্য দেশে রপ্তানি করলে– এ ব্যবসায় পুনঃরপ্তানি ব্যবসায় হিসেবে অভিহিত হবে।

উল্লেখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, কোনো দেশ অন্য কোনো দেশ থেকে পণ্যসামগ্রী ক্রয় করে তা আবার তৃতীয় কোনো দেশে রপ্তানি করলে তাকে পুনঃরপ্তানি বলে।

নিম্নোক্ত কারণে পুনঃরপ্তানি ব্যবসায় সংঘটিত হয়ে থাকে:

১. সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকার জন্য পণ্য উৎপাদনকারী দেশ ও ভোগকারী দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব না হলে।
২. উভয় দেশের মধ্যে ভাষাগত সমস্যা বিরাজ করলে।
৩. অল্প পরিমাণে পণ্য রপ্তানি করার দরুন আনুষঙ্গিক খরচ খুব বেশি হলে।
৪. উৎপাদনকারী ও ভোগকারী দেশের মধ্যে আস্থার অভাব থাকলে।
৫. ব্যাংকিং সুযোগ-সুবিধার অভাব থাকলে।
৬. সর্বোপরি উভয় দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত না হলে কিংবা কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হলে।

আমদানি-রপ্তানিতে ব্যবহৃত প্রাসঙ্গিক শব্দাবলি

Relevant terms used in import export

আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায় কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে কিছু কিছু শব্দ প্রচলিত রয়েছে যা এর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সচরাচর ব্যবহার করে থাকেন। আমদানি-রপ্তানি সংশ্লিষ্ট এসব শব্দাবলি, শব্দসংকেত কিংবা পরিভাষা নিম্নে আলোচিত হলো:

১. ***Loco***: বিক্রয় মূল্যের সাথে *Loco* শব্দ ব্যবহার করা হলে বোঝতে হবে যে, বিক্রেতার গুদামঘর থেকে যে মূল্যে পণ্য বিক্রয় করা হয় ক্রেতাকে সে মূল্য পরিশোধ করতে হবে। অর্থাৎ *Loco* শব্দ দিয়ে গুদাম মূল্য বোঝানো হয়।
২. ***F.A.S. (Free Alongside Ship)***: বিক্রেতা যখন গুদাম থেকে জাহাজ পর্যন্ত পণ্য পৌঁছে দেয়ার খরচ বহন করে তখন শব্দ ব্যবহার করা হয়।
৩. ***C & F (Cost and Freight)***: বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পণ্যের দর উল্লেখের সময় *C & F* কথাটি ব্যবহার করার অর্থ হল, বিক্রেতা বা রপ্তানিকারক বিমা খরচ ছাড়া অন্যান্য যাবতীয় খরচ ও জাহাজ ভাড়া নিজে বহন করবে।
৪. ***C. I. F. (Cost, Insurance and Freight)***: মূল্য জ্ঞাপনে *C. I. F.* কথাটি উল্লেখ থাকলে বোঝতে হবে যে, রপ্তানিকারক নিজেই পণ্যের বিমা, ভাড়া প্রভৃতি খরচ বহন করবে।

৫. ***C. I. F. I. (Cost, Insurance, Freight and Interest)***: এরূপ মূল্য জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে বোঝতে হবে যে, রপ্তানিকারক বিমা, জাহাজ ভাড়া ও সুদসহ যাবতীয় খরচ নিজে বহন করবে।

৬. ***C. I. F. E. (Cost, Insurance, Freight and Exchange)***: এতে পণ্যের মূল্যের সাথে পরিবহন খরচ, বীমা খরচ, জাহাজ ভাড়া ছাড়ও বিনিময় হারের উঠানামার দরুন ঝুঁকির খরচও অন্তর্ভুক্ত থাকে।

৭. ***F.O.B. (Free on Board)***: জাহাজে পণ্য বোঝাই করা পর্যন্ত যাবতীয় খরচ যখন রপ্তানিকারক নিজে বহন করে তখন *F.O.B.* শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

৮. ***F.O.W. (Free on Wagon)***: রেলওয়ে ওয়াগনে বা মালগাড়িতে পণ্য বোঝাই পর্যন্ত যাবতীয় খরচ বিক্রেতা বহন করবে– এ বিষয়টি বোঝাবার জন্য *F.O.W.* পদবাচ্য ব্যবহার করা হয়।

৯. ***Franco***: পণ্যের মূল্যের সাথে সব খরচ যোগ করা হলে *Franco* শব্দ ব্যবহার করা হয়। এর দ্বারা বোঝানো হয় যে, রপ্তানিকারক আমদানিকারকের গুদামে পণ্য পৌঁছানো পর্যন্ত সর্বপ্রকার খরচ বহন করবে।

১০. ***C.O.D. (Cash on Delivery)***: *C.O.D.* দ্বারা বোঝান হয় যে, আমদানিকারক যখন পণ্য সরবরাহ নিবে তখন পণ্যের মূল্য প্রদান করতে হবে।

১১. ***C.W.O. (Cash with Order)***: ফরমায়েশ দেওয়ার সাথে সাথে ক্রেতাকে পণ্যের মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

১২. ***Ex-slip***: এর অর্থ হল রপ্তানিকারী বা বিক্রেতা গন্তব্য বন্দর পর্যন্ত নিজ খরচে পণ্য পৌঁছে দিবে।

১৩. ***Inland***: এটার অর্থ পণ্যের মূল্যের সাথে আমদানিকারী দেশের শুল্কাধীন গুদাম পর্যন্ত পণ্য পৌঁছানোর খরচ ধরা হয়েছে।

১৪. ***of God***: এ ধরনের পরিভাষা আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায়ে এবং নৌবিমায় ব্যবহৃত হয়। এর দ্বারা মানুষের ক্ষমতা বহির্ভূত কোন ঘটনা বা দুর্ঘটনাকে বুঝানো হয়।

১৫. ***Advice Note* (নির্দেশ চিঠা)**: পণ্য প্রাপককে 'পণ্য পাঠান হয়েছে' এ মর্মে অবহিত করার জন্য নির্দেশ চিঠা বা ব্যবহৃত হয়।

১৬. ***Balance of Trade* (বাণিজ্যিক উদ্বৃত্ত)**: দু দেশের মধ্যে আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণগত ব্যবধানই *Balance of Trade* বা বাণিজ্যিক উদ্বৃত্ত।

১৭. ***Bonded Goods* (শুল্কাধীন পণ্য)**: শুল্ক আদায় না হওয়া পর্যন্ত শুল্কগুদামে রক্ষিত পণ্যসামগ্রীকে শুল্কাধীন পণ্য বলে।

১৮. ***Bonded Warehouse* (শুল্কাধীন পণ্যাগার)**: বন্দরের কাছাকাছি কিংবা অন্য কোনো স্থানে অবস্থিত শুল্ক স্টিকার কর্তৃক অনুমোদিত ও নিয়ন্ত্রিত পণ্যাগারকে শুল্কাধীন পণ্যাগার বলে।

১৯. ***Clean Credit* (সাদা প্রত্যয়পত্র)**: সাদা প্রত্যয়পত্র হচ্ছে এমন এক ধরনের প্রত্যয়পত্র যার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পক্ষ এ মর্মে অঙ্গীকার করে যে জাহাজি দলিলপত্র ছাড়াই রপ্তানিকারক কর্তৃক লিখিত বিলে ব্যাংক স্বীকৃতি প্রদান করে।

২০. ***Consul* (বাণিজ্যিক দূত)**: বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক স্বার্থ ও সম্পদ রক্ষা সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত সরকারি প্রতিনিধিকে বাণিজ্যিক দূত বলে।

২১. ***Contra Band* (নিষিদ্ধ পণ্য)**: যে সব পণ্যের আমদানি ও রপ্তানির ওপর সরকার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে সেসব পণ্যকে নিষিদ্ধ পণ্য বলে।

২২. ***Custom Duties* (বহিঃশুল্ক)**: রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যসামগ্রী দেশ ত্যাগের পূর্বে এবং আমদানিযোগ্য পণ্য দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশের পূর্বে বন্দরে যে শুল্ক প্রদান করতে হয় তাকে বহিঃশুল্ক বলে।

২৩. ***Custom House* (বহিঃশুল্ক আদায়ী ঘর)**: বহিঃশুল্ক আদায়ের জন্য নির্ধারিত স্থান বা ঘরকে বহিঃশুল্ক আদায়ী ঘর বলে।

২৪. ***Delivery Order* (পণ্য খালাসের আদেশপত্র)**: যে পত্রের মাধ্যমে জাহাজ এবং গুদাম হতে পণ্য খালাসের অনুমতি দেওয়া হয় তাকে পণ্য খালাসের আদেশপত্র বলে।

২৫. ***Dock Warrant* (পোতাঙ্গন পরোয়ানা)**: পণ্য সরবরাহকারী তার পণ্যসামগ্রী পোতাঙ্গন কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেবার পর পোতাঙ্গন কর্তৃপক্ষ পণ্য সরবরাহকারীকে যে রসিদ প্রদান করে তাকে ডক রসিদ বা পোতাঙ্গন পরোয়ানা বলে।

২৬. ***Documentary Bill* (দলিলি হুন্ডি):** আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে পণ্যমূল্য আদায়ের জন্য রপ্তানিকারক বহনপত্র, চালান, প্রভবলেখ, বাণিজ্যিক দূতের চালান, বিমাপত্র ইত্যাদি জাহাজি দলিলসহ বাণিজ্যিক হুন্ডি বা ব্যাংক ড্রাফট প্রস্তুত করে ব্যাংকের মাধ্যমে আমদানিকারকের নিকট পাঠায়। এসব দলিলসমূহ ও বাণিজ্যিক হুন্ডি বা ব্যাংক ড্রাফটকে একত্রে দলিলি হুন্ডি বলে।

২৭. ***Dumping* (কম দামে বিক্রয়):** কম দামে পণ্য বিক্রয় করে বিদেশি বাজার দখলের কৌশলকে বলে।

২৮. ***Duty* (শুল্ক):** আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে পণ্যদ্রব্যের ওপরে যে কর আরোপ করা হয় তাকে শুল্ক বলে।

২৯. ***D/A Bill* (স্বীকৃতি সাপেক্ষে বিল):** আমদানিকারক তার প্রতি উপস্থাপিত বিলে স্বীকৃতি প্রদান করলে রপ্তানিকারকের ব্যাংক আমদানিকারককে 'জাহাজি দলিলসমূহ হস্তান্তর করবে'– এরূপ অর্থ প্রকাশ করতে পরিভাষা ব্যবহৃত হয়।

৩০. ***D/P Bill* (পরিশোধ সাপেক্ষ বিল):** এর অর্থ হচ্ছে আমদানিকারক বিলের টাকা পরিশোধ করলে রপ্তানিকারকের ব্যাংক আমদানিকারকের নিকট জাহাজি দলিলসমূহ হস্তান্তর করবে।

৩১. ***Entrepot Trade* (পুনঃরপ্তানি ব্যবসায়):** কোনো দেশ এক দেশ থেকে পণ্য আমদানি করে তৃতীয় কোনো দেশে রপ্তানি করলে এ ব্যবসায়কে পুনঃরপ্তানি ব্যবসায় বলে।

৩২. ***Foreign Exchange* (বৈদেশিক বিনিময়):** দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে পারস্পরিক মুদ্রার বিনিময়কে বৈদেশিক বিনিময় বলে।

৩৩. ***Indent Business* (ফরমায়েশি ব্যবসায়):** আমদানি ও রপ্তানিকারকের মধ্যস্থতা সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়কে ফরমায়েশি ব্যবসায় বলে।

৩৪. ***Jettison* (নিক্ষিপ্ত পণ্য):** সমুদ্রে চলাচলের সময় বিপদকালীন সময়ে জাহাজ হালকা করার উদ্দেশ্যে যে পণ্য সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয় তাকে নিক্ষিপ্ত পণ্য বলে।

৩৫. ***Manifest* (জাহাজের বিবৃতি):** এটি একটি দলিল যাতে জাহাজের নাম, নাবিক সংখ্যা, পণ্যের বিবরণ ইত্যাদি লেখা থাকে।

৩৬. ***Salvaged goods* (উদ্ধারকৃত মাল):** সমুদ্রগর্ভ থেকে উদ্ধারকৃত সম্পদকে উদ্ধারকৃত মাল বলে।

৩৭. ***Tariff* (বহিঃশুল্ক প্রদেয় তালিকা):** যে তালিকায় বিভিন্ন আমদানিকৃত পণ্যসামগ্রীর ওপর ধার্যকৃত শুল্ক প্রদর্শিত হয় তাকে বহিঃশুল্ক প্রদেয় তালিকা বলে।

সারসংক্ষেপ

কোনো দেশ ভিন্ন কোনো দেশ থেকে পণ্যসামগ্রী ক্রয় করলে তাকে আমদানি বলে। আমদানি ব্যবসায়ে দুটি দেশ জড়িত থাকে। যে দেশ পণ্যসামগ্রী ক্রয় করে তাকে আমদানিকারক দেশ বলে। আর পণ্যসামগ্রী বিক্রয়কারী দেশকে রপ্তানিকারক দেশ বলে। বিদেশ থেকে পণ্যসামগ্রী আমদানি করতে হলে কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়। বিদেশ থেকে বাংলাদেশে পণ্য আমদানি করতে হলে কতিপয় নিয়ম-পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে থাকে- আমদানি লাইসেন্স সংগ্রহ, মূল্য সংক্রান্ত তথ্য অনুসন্ধান, ফরমায়েশ প্রদান, বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ, প্রত্যয়পত্র খোলা, বিনিময় হার নির্ধারণ, পণ্য প্রেরণের সংবাদ গ্রহণ, বিলের অর্থ পরিশোধ, শুল্ক সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিকতা পালন, পণ্য খালাস করা এবং পণ্য খালাস করা। অন্যদিকে, কোনো দেশ অন্য কোনো দেশে পণ্যসামগ্রী বিক্রয় করলে বিক্রয় কার্যকে রপ্তানি বলা হয়। অর্থাৎ যখন একটি দেশ অন্য একটি দেশে পণ্য বা সেবাসামগ্রী বিক্রয় করে তখন এরূপ বিক্রয়কার্য রপ্তানি হিসেবে পরিচিত। দুটি দেশের মধ্যে সংঘটিত এ লেনদেনে উদ্বৃত্ত অঞ্চল হতে ঘাটতি অঞ্চলে পণ্যদ্রব্যাদি প্রেরণ করা হয়। পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রেও কতিপয় নিয়ম পালিত হয়। আবার, পণ্যসামগ্রী বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করার পর তা অন্য কোনো দেশে রপ্তানি করা হলে তাকে পুনঃরপ্তানি বলে।

পাঠ ১১.২ আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায়ের দলিলপত্র
Documents Related to Import-Export Business

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- জাহাজি দলিলপত্র সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- অ-জাহাজি দলিলপত্র সম্পর্কে বলতে পারবেন।

আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসায়ে বিভিন্ন প্রকার দলিলপত্র ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়। এগুলো সম্বন্ধে পর্যাপ্ত ধারণা থাকা প্রয়োজন। কতিপয় সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি অনুসরণ করে আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায় কার্য সম্পাদন করতে হয়। আর এ নিয়মনীতি পালন করার জন্য কতগুলো দলিলপত্র প্রস্তুত করার প্রয়োজন হয়। এ দলিলসমূহকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়: জাহাজি দলিলপত্র এবং অ-জাহাজি দলিলপত্র। অত্র পাঠে আমরা এ দু প্রকারের দলিলাদি নিয়ে সার্বিক আলোচনা করবো।

জাহাজি দলিলপত্র
Shipping documents

একজন রপ্তানিকারক পণ্যদ্রব্য জাহাজে বোঝাই করার পর যেসব দলিলপত্র আমদানিকারকের নিকট পাঠায় সেগুলোকে জাহাজি দলিল বলে। পণ্য আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত জাহাজি দলিলগুলো ব্যবহৃত হয়ে থাকে:

১. **বহনপত্র বা চালানি রসিদ (Bill of lading):** জাহাজ কর্তৃপক্ষ জাহাজে মাল বোঝাই করার পর রপ্তানিকারককে পণ্যের পরিমাণ, গুণাগুণ, ভাড়ার পরিমাণ ইত্যাদি বিবরণসহ মাল পরিবহণের অঙ্গীকার দিয়ে যে চুক্তিপত্রটি প্রদান করে তাকে বহনপত্র বলে। সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহন করা হলে সাধারণত প্রত্যয়পত্র বহনপত্রের কথা উল্লেখ থাকে। বহনপত্র পণ্য পরিবহনকারী জাহাজের ক্যাপ্টেন অথবা তার অনুমোদিত কোন এজেন্ট কর্তৃক ইস্যু করা হয়। বহনপত্রে তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়–

   ক. বহনপত্র পণ্য পরিবহনের চুক্তি;
   খ. এটি জাহাজ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পণ্য বুঝে পাবার রসিদ;
   গ. বহনপত্র পণ্যের মালিকানার দলিল।

   রপ্তানিকারক জাহাজ কোম্পানির নিকট থেকে বহনপত্র পাবার পর আমদানিকারকের নিকট এক বা একাধিক কপি পাঠিয়ে দেয় এবং এক কপি নিজের কাছে রেখে দেয়। বহনপত্র দেখানো ছাড়া আমদানিকারক বন্দর থেকে পণ্য খালাস করতে পারে না।

   জাহাজের ভাড়া দেওয়া হয়েছে কি-না তা বহনপত্রে উল্লেখ করা থাকে। রপ্তানিকারক যদি ভাড়া দিয়ে থাকে তাহলে বহনপত্রে 'ভাড়া পরিশোধিত' কথাটি লিখিত থাকে, আর যদি ভাড়া না দেওয়া হয় তবে এতে লেখা থাকে 'ভাড়া দিতে হবে'। আবার বহনপত্রে প্রেরিত পণ্যের প্যাকিং ভালো কি-না তা উল্লেখ করতে হবে। প্যাকিং ত্রুটিমুক্ত হলে বহনপত্রকে নির্দোষ বহনপত্র বলে এবং দোষযুক্ত হলে ত্রুটিযুক্ত বহনপত্র বলে।

২. **নৌ-বীমাপত্র (Marine insurance policy):** রপ্তানিকারক যেসব সামগ্রী জাহাজযোগে আমদানিকারকের নিকট পাঠায় সেগুলো সমুদ্রপথে নানাবিধ দুর্যোগের সম্মুখীন হয়ে আংশিক বা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। সামুদ্রিক ঝড়, জলদস্যুতা, অগ্নিকান্ড ইত্যাদি কারণে পণ্যের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এ ধরনের বিপদ-আপদ বা ঝুঁকি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য রপ্তানিকারক কোন বিমা কোম্পানির সাথে চুক্তিবদ্ধ হবার পর বিমা কোম্পানি যে দলিল ইস্যু করে তাকে নৌবিমাপত্র বলে। রপ্তানিকারক এ বিমাপত্র আমদানিকারকের নিকট পাঠিয়ে দেয়। কোন নৌ দুর্ঘটনা ঘটার ফলে পণ্যের কোন ক্ষতি হলে আমদানিকারক নৌবিমাপত্রের বলে বিমা কোম্পানি থেকে চুক্তি অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারে।

৩. **চালান (Invoice):** চালান রপ্তানিকারক কর্তৃক প্রণীত এমন একটি দলিল যাতে পণ্যের বিবরণ ও মূল্য প্রদর্শিত হয়। চালানে নিম্নলিখিত তথ্যাবলির উল্লেখ থাকে:

ক) তারিখ;
খ) ক্রেতা ও বিক্রেতার নাম-ঠিকানা;
গ) চুক্তি (ফরমায়েশ) নং;
ঘ) দ্রব্যের পরিমাণ ও বর্ণনা;
ঙ) দ্রব্যের মোট মূল্য ও প্রতি একক মূল্য;
চ) দ্রব্যের ওজন, প্যাকেটের সংখ্যা এবং পরিবহনের নমুনা;
ছ) দ্রব্যের সরবরাহ ও মূল্য প্রাপ্তির শর্তসমূহ;
জ) দ্রব্য প্রেরণের বিস্তারিত বিবরণ।

৪. **বাণিজ্যদূতের চালান (Consular invoice):** রপ্তানিকারকের দেশে স্থাপিত আমদানিকারক দেশের বাণিজ্য-প্রতিনিধি কর্তৃক ইস্যুকৃত চালানকে বাণিজ্যদূত প্রত্যায়িত চালান বলা হয়। যখন কোনো প্রত্যয়পত্রে বাণিজ্যদূত প্রত্যায়িত চালানের কথা উল্লেখ থাকে তখন এ দলিল সংগ্রহ করতে হয়। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে রপ্তানিকারক বাণিজ্যিক চালান তৈরি করে সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক দেশের বাণিজ্য প্রতিনিধির কাছে প্রত্যায়নের জন্য জমা দেন। বাণিজ্য প্রতিনিধি বা দূত চালানে উল্লিখিত দ্রব্যের বিবরণ ও মূল্য সম্পর্কে দেওয়া তথ্য পরীক্ষা করে দেখেন এবং সঠিক ও গ্রহণযোগ্য মনে হলে তা প্রত্যায়িত করেন। প্রত্যায়িত চালান তিন কপি তৈরি করা হয়। এক কপি বাণিজ্যদূতের অফিসে রেখে দেওয়া হয়, এক কপি সে দেশের শুল্ক অফিসে পাঠান হয় এবং তৃতীয় কপি রপ্তানিকারককে দেওয়া হয়। রপ্তানিকারীর কপিটি তিনি অন্যান্য জাহাজি দলিলের সাথে আমদানিকারকের নিকট পাঠিয়ে দেন।

৫. **প্রভবলেখ (Certificate of origin):** প্রভবলেখ পণ্যের উৎপত্তিগত পরিচয় বহন করে। পণ্যের প্রস্তুত স্থান বা উৎপাদন স্থান কোন্ দেশে, এ সম্পর্কে প্রদত্ত প্রত্যয়পত্রকে প্রভবলেখ বা সার্টিফিকেট অব অরিজিন বলে। এই সার্টিফিকেট শিল্প ও বণিক সমিতি দিয়ে থাকে; এ সার্টিফিকেটে যে সব বিষয়ের উল্লেখ থাকে তার মধ্যে রয়েছে পণ্যের বিস্তারিত বিবরণ, পণ্যের উৎপত্তি স্থান এবং সার্টিফিকেট প্রদানকারীর স্বাক্ষর ও সংস্থার সিলমোহর, বিলের কাগজপত্র ইত্যাদি। রপ্তানিকারী প্রভবলেখের একটি কপি পণ্যের সাথে আমদানিকারকের নিকট পাঠিয়ে দেয়।

৬. **বিনিময় বিল (Bill of exchange):** বিনিময় বিল আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায়ে ব্যবহৃত এমন এক ধরনের বিল বা দলিল যার মাধ্যমে রপ্তানিকারক আমদানিকারকের নিকট থেকে পণ্যের মূল্য আদায় করে থাকেন। এ বিল রপ্তানিকারক কর্তৃক আমদানিকারকের বরাবরে তৈরি করা হয় এবং আমদানিকারক এ বিলে স্বীকৃতি দিয়ে রপ্তানিকারকের নিকট প্রেরণ করে।

অ-জাহাজি দলিলপত্র

Non-shipping documents

জাহাজি দলিলপত্র ছাড়া আরও কতগুলো দলিলপত্র আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায়ে ব্যবহৃত হয়। এগুলো অ-জাহাজি দলিল নামে পরিচিত। নিম্নে অ-জাহাজি দলিলগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হল:

১. **ফরমায়েশপত্র (Indent):** বিদেশ থেকে পণ্যদ্রব্য আমদানি করার লক্ষ্যে আমদানিকারক রপ্তানিকারককে যে পত্রের মাধ্যমে পণ্য প্রেরণের অনুরোধ জানায় তাকে ফরমায়েশপত্র বলে। ফরমায়েশপত্রে পণ্যের নাম, পরিমাণ, গুণাগুণ, মূল্য, মূল্য পরিশোধ পদ্ধতি, পরিবহনের মাধ্যমে, মোড়কিকরণ, বিমা ইত্যাদি সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ থাকে। আমদানিকারক নিজ উদ্যোগে অথবা কোন ইনডেনটিং এজেন্ট এর মাধ্যমে এরূপ ফরমায়েশপত্র রপ্তানিকারকের নিকট প্রেরণ করে থাকে।

২. **প্রত্যয়পত্র (Letter of credit):** প্রত্যয়পত্র *(L/C)* বলতে রপ্তানি মূল্য প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংকের শর্তসাপেক্ষ অঙ্গীকারকে বোঝায়। অন্যভাবে বলা যায়, আমদানিকারকের নিকট থেকে প্রাপ্য পণ্যের মূল্য ঠিকমত পরিশোধ করা হবে এ মর্মে ব্যাংকের পক্ষ থেকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় তাকে প্রত্যয়পত্র বলে। প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে ব্যাংক আমদানিকারকের দেনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। কোনো কারণে আমদানিকারক বিলের টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হলে বা বিল পরিশোধে অস্বীকৃতি জানালে ব্যাং নিজে রপ্তানিকারকের মূল্য পরিশোধে বাধ্য থাকে।

৩. **নৌভাটক পত্র বা চার্টার পার্টি (Charter party):** বিদেশে পণ্য প্রেরণের উদ্দেশ্যে রপ্তানিকারক জাহাজ কোম্পানির সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে পুরো জাহাজ বা জাহাজের অংশবিশেষ ভাড়া নেয়। জাহাজ ভাড়া নেয়ার জন্য রপ্তানিকারক ও জাহাজ কোম্পানির মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হয় তাকে চার্টার পার্টি বলে।

চার্টার পার্টির বৈশিষ্ট্য:

ক. চার্টার পার্টি অবশ্যই লিখিত হয়;

খ. এ ধরনের চুক্তিপত্র দ্বারা জাহাজের পুরো অংশ বা কিয়দংশ রপ্তানিকারকের নিকট ভাড়া দেওয়া হয়;

গ. এর দ্বারা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অথবা একটি নির্দিষ্ট সমুদ্রযাত্রার জন্য জাহাজ ভাড়া দেওয়া হয়।

চার্টার পার্টিতে যে সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে:

ক. রপ্তানিকারকের নাম, ঠিকানা;

খ. জাহাজ কোম্পানির নাম, ঠিকানা;

গ. জাহাজ ছাড়ার তারিখ;

ঘ. সমুদ্র যাত্রার শর্তসমূহ;

ঙ. যে বন্দর থেকে জাহাজ ছাড়বে এবং যে বন্দরে পণ্য নিয়ে জাহাজ পৌঁছবে সে বন্দরের নাম;

ছ. জাহাজ কোম্পানির এ মর্মে প্রতিশ্রুতি যে, 'জাহাজটি সমুদ্রে চলাচলের জন্য উপযোগী;

জ. কোন দুর্ঘটনার জন্য জাহাজ কোম্পানি দায়ি নয়, এ মর্মে জাহাজ কোম্পানির ঘোষণা;

ঝ. ক্ষতিপূরণ, জাহাজ কোম্পানির অবহেলা, জরিমানা ইত্যাদি সম্পর্কিত ধারা।

৪. **ডক রসিদ (Dock receipt):** রপ্তানিকারক জাহাজে বোঝাই করার জন্য পণ্যদ্রব্য যদি বন্দর বা ডক কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেয়, তবে ডক কর্তৃপক্ষ পণ্য গ্রহণ করার পর রপ্তানিকারককে একটি রসিদ প্রদান করে। এ রসিদকে ডক রসিদ বলে।

৫. **মেট রসিদ (Mate's receipt):** রপ্তানিকারী জাহাজে পণ্য বোঝাইয়ের উদ্দেশ্যে যদি পণ্যসামগ্রী ডক কর্তৃপক্ষের কাছে জমা না দিয়ে জাহাজের ক্যাপ্টেন বা মেটের কাছে জমা দেয়, তখন মেট যে কাঁচা রসিদ ইস্যু করে তাকে মেট রসিদ বলে। মেট রসিদ বা ডক রসিদ জমা দিয়ে পরে জাহাজ কোম্পানির নিকট থেকে বহনপত্র গ্রহণ করতে হয়।

৬. **ডক ওয়ারেন্ট (Dock warrant):** ডক কর্তৃপক্ষ ডকে রক্ষিত পণ্যদ্রব্য কাকে প্রদান করা হবে এ মর্মে যে পত্র প্রদান করে তাকে ডক ওয়ারেন্ট বলে। পণ্যের মালিকের অনুকূলে ডক কর্তৃপক্ষ পণ্য অর্পণের জন্য ডক ওয়ারেন্ট প্রদান করে থাকে।

৭. **জাহাজি বিবরণ (Ship's report):** বিদেশ থেকে পণ্য বোঝাই জাহাজ বন্দরে এসে নোঙ্গর করার পর জাহাজের অধ্যক্ষকে বন্দরস্থিত শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট একটি বিবরণী দাখিল করতে হয়। এ বিবরণীকে জাহাজি বিবরণী বলে। বন্দরে জাহাজ ভিড়বার ২৪ ঘন্টার মধ্যে এ বিবরণী দাখিল করা বাধ্যতামূলক।

জাহাজি বিবরণীতে নিম্নোক্ত বিষয় উল্লেখ করতে হয়:

ক. জাহাজের নাম;

খ. যে বন্দরে জাহাজটি রেজিস্ট্রে করা হয়েছে ঐ বন্দরের নাম;

গ. যে দেশের জাহাজ ঐ দেশের নাম;

ঘ. যে বন্দর থেকে জাহাজটি ছাড়া হয়েছে ঐ বন্দরের নাম;

ঙ. জাহাজের অধ্যক্ষের নাম;

চ. জাহাজের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নাম;

ছ. সমস্ত পণ্যের বিস্তারিত বিবরণ;

জ. জাহাজের অধ্যক্ষ ও লস্করদের ব্যক্তিগত ব্যবহার্য সামগ্রীর তালিকা-যেগুলোর ওপর শুল্ক প্রদান বাধ্যতামূলক।

৮. **জাহাজি খালাসনামা (Ship's delivery order):** জাহাজ কোম্পানি ডক থেকে পণ্য ডেলিভারি দেওয়ার জন্য ডকের তত্ত্বাবধায়ককে যে পত্র প্রদান করে তাকে জাহাজি খালাসনামা বলে। জাহাজি খালাসনামা পেতে হলে বহনপত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দলিলপত্র জাহাজ কোম্পানির নিকট অর্পণ করতে হয়।

৯. **আগামপত্র (Bill of entry):** বিদেশ থেকে পণ্যসামগ্রী নিয়ে জাহাজ বন্দরে পৌঁছার পর আমদানিকারককে পণ্যের বিস্তারিত বিবরণসহ একটি তালিকা শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করতে হয়। এটি আগামপত্র নামে পরিচিত। এটি জমা না দিয়ে জাহাজ থেকে পণ্য খালাস করা যায় না।

১০. **জিম্মা রসিদ (Trust receipt):** আমদানিকারকের টাকার প্রয়োজন হলে ব্যাংকের নিকট সমস্ত জাহাজি দলিল বন্ধক রেখে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যাংক উক্ত পণ্যের মালিকানা লাভ করে। যখন বন্দরে পণ্য বোঝাই জাহাজ এসে পৌঁছে তখন এ দলিলগুলো ছাড়া আমদানিকারক পণ্য খালাস করতে পারে না। এমতাবস্থায়, আমদানিকারক ব্যাংককে একটি অঙ্গীকারপূর্ণ দলিল প্রদান করে জাহাজি দলিলগুলো নিয়ে যায় এবং পণ্য খালাস করে নেয়। আমদানিকারক জাহাজি দলিল ফেরত নেয়ার জন্য ব্যাংককে যে দলিল প্রদান করে তাকে জিম্মা রসিদ বলে।

১১. **বন্ধকিপত্র (Letter of hypothecation):** রপ্তানিকারক ব্যাংকের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করলে আমদানিকারক কর্তৃক প্রদত্ত বিলের পূর্বস্বত্ব দিয়ে ব্যাংককে একটি দলিল প্রদান করে। এ দলিল বন্ধকিপত্র নামে পরিচিত। আমদানিকারক বিলের টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্যাংক বন্ধকিপত্রের বলে রপ্তানিকৃত পণ্য বিক্রয় করে তার পাওনা আদায় করতে পারে।

১২. **পোতবন্ধক অঙ্গীকারনামা (Bottomry bond):** সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহনকালে জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য জাহাজের মালিকপক্ষ বা ক্যাপ্টেনকে অনেক সময় জাহাজ বা পণ্য জামিন রেখে ঋণ নিতে হয়। এরূপ ঋণ নেয়াকে পোতবন্ধক বলা হয়। পোতবন্ধক সম্পর্কিত যে দলিল ঋণদাতাকে প্রদান করা হয় তাকে পোতবন্ধক অঙ্গীকারনামা বলা হয়।

১৩. **পণ্যবন্ধক অঙ্গীকারনামা (Respondentia bond):** এরূপ ঋণ সংগ্রহ করতে হলে জাহাজের অধ্যক্ষকে শুধুমাত্র জাহাজের মাল বন্ধক রাখতে হয়। সেক্ষেত্রে ঋণপত্র বাবদ দেয় অর্থ কেবলমাত্র গন্তব্যস্থলে পৌঁছলেই প্রদেয় হয়।

১৪. **ক্ষতিপূরণ পত্র বা খেসারতনামা (Letter of indemnity):** কখনো কখনো রপ্তানিকারক প্রেরিত জাহাজি দলিলসমূহ ব্যাংকের মাধ্যমে আমদানিকারকের নিকট পৌঁছার পূর্বেই বন্দরে জাহাজ ভিড়ে। এক্ষেত্রে আমদানিকারক ও ব্যাংক যৌথভাবে জাহাজ কোম্পানিকে এ মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করে যে, উক্ত পণ্য ছেড়ে দেওয়ার কারণে কোনো ক্ষতি হলে তারা তা পূরণে বাধ্য থাকবে। একেই ক্ষতিপূরণপত্র বা খেসারতনামা বলে।

সারসংক্ষেপ

আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসায়ে বিভিন্ন প্রকার দলিলপত্র ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়। কতিপয় সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি অনুসরণ করে আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায় কার্য সম্পাদন করতে হয়। এ দলিলসমূহকে দুভাগে ভাগ করা যায়: জাহাজি দলিলপত্র এবং অ-জাহাজি দলিলপত্র। একজন রপ্তানিকারক পণ্যদ্রব্য জাহাজে বোঝাই করার পর যেসব দলিলপত্র আমদানিকারকের নিকট পাঠায় সেগুলোকে জাহাজি দলিল বলে। জাহাজি দলিলপত্র ছাড়া আরও কতগুলো দলিলপত্র আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায়ে ব্যবহৃত হয়। এগুলো অ-জাহাজি দলিল নামে পরিচিত।

ইউনিট মূল্যায়ন

১. আমদানি বলতে কী বোঝায়? বিদেশ থেকে পণ্য আমদানির পদ্ধতি বর্ণনা করুন।
২. বাংলাদেশে পণ্য আমদানির পদ্ধতি বর্ণনা করুন।
৩. রপ্তানি বলতে কী বোঝায়? পণ্য রপ্তানি প্রণালি আলোচনা করুন।
৪. বিদেশ হতে খাদ্য আমদানি করতে হলে একজন আমদানিকারককে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়?
৫. বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে চা রপ্তানির পদ্ধতিগুলো বর্ণনা করুন।
৬. বিদেশে পণ্য রপ্তানির পদ্ধতি আলোচনা করুন।
৭. যুক্তরাজ্য থেকে বাংলাদেশে পণ্য আমদানি করতে হলে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয় সেগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
৮. আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসায় সংগঠিত হবার কারণ কী?
৯. বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্যবহৃত ৫টি দলিলের নাম উল্লেখপূর্বক বর্ণনা করুন।
১০. চালানি রসিদ বা বহনপত্র কী? জাহাজ ভাড়া চুক্তি ও প্রত্যয় পত্র সম্পর্কে আলোচনা করুন।
১১. পণ্য রপ্তানি করতে হলে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয় লিখুন।